Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

# অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার তাঁকে যেমন দেখেছি

**অনুভা মুখোপাধ্যায়**

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভাগ্যের অযাচিত প্রসাদ অনেক সময়েই অলভ্যকে সহজলভ্য করে তোলে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে টানা দুটি বছর প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকারকে (১৯০০-১৯৮২) শিক্ষক হিসেবে পাওয়া, আমার সেই দুর্লভ প্রাপ্তি, যা স্বাভাবিক ভাবে অনিবার্য্য ছিল না, বরং ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক, অন্য কোন ঘটনা ক্রমের পরিণতি। সেই দুবছর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নাও থাকতে পারতেন। আমরা তাঁকে নাও পেতে পারতাম। ১৯৫৬ সালে যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কর্মজীবন শেষ করলেন, সেদিন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডেকে আনে নি। তিনি চলে গিয়েছিলেন নবগঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান হয়ে। তার চার বছর পরে স্নাতক শ্রেণিতে তাঁকে পাওয়ার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আরও তিন বছর পর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এসেই জানলাম ওঁর যাদবপুরের কার্যকাল শেষ হওয়ায় দু-তিন বছরের জন্য আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসেবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার দায়িত্ব নিয়েছেন। উত্তেজনা হয়েছিল বৈকি, আনন্দও তেমনই। তবু বয়সোচিত সরলতায় তা সহজ ভাবে গ্রহণ করেছিলাম। সেদিন ভাবি নি, আজ ভাবি। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে নিজে অবসর জীবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হৃদয়ঙ্গম করি কেমন বিনা আয়াসে আমরা কাছে পেয়েছিলাম সারস্বত সমাজের পুরোধা, বুদ্ধিজীবী মহলের নমস্য সেই মানুষটিকে যার জন্মলগ্ন দিয়ে দরজা খোলে বিংশ শতক, প্রেসিডেন্সী কলেজকে কেন্দ্র করে যার অধ্যাপনার খ্যাতি কোলকাতা, বঙ্গভূমির সীমা পার হয়ে বহু দূরস্থ বিদ্বৎ সমাজেও হয় সুদূর প্রসারিত, যার অনন্য আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষন ও অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ভিত্তিক নিয়মনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘকাল ধরে তৈরি করেছে তারই ধারায় দীক্ষিত তাঁর একান্ত প্রিয় ও অনুরাগী ছাত্র সমূহ, যাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে কৃতী অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। কী অনায়াসে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন সানুরাগ অধ্যয়ন অভীপ্সা এবং যত্নশীল শিক্ষকতার প্রেরণা, সেও আজ বিরল-প্রায় ইতিহাস মাত্র। তাই বারে বারে মনে হয়, পাওয়ার কথা ছিল না, তবু তাঁর সান্নিধ্য লাভের গৌরব আমাদের স্পর্শ করেছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সুশোভন বাবুকে আমরা পাই নি। সরকারী চাকুরী থেকে ততদিনে তাঁর ছুটি হয়ে গিয়েছে। আমি দেখিনি তাঁর সাহেবী পোশাকের অক্সোনিয়ান পারিপাট্য। আমরা যখন প্রথম বর্ষে ভর্ত্তি হই, কলেজ ভবনের বারান্দায়, অলিন্দে, সেমিনার রুমে, প্রধান ভবনের দেখন-সই সুউচ্চ সোপান শ্রেণীর কোথাও ধরা নেই তাঁর দীর্ঘ কান্তির ছায়া। তবু প্রথম দিন থেকেই তিনি ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ বা ইতিহাস অনার্সের পাঠ অসম্পূর্ণ, নিস্ফল, এমনকি অমার্জনীয়ও। তিনি ছিলেন নানা আলাপচারিতায়, উদাহরণে, সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী কল্পনায়, কিংবদন্তী ও এমনকি ধূসর রোমান্টিকতাতেও। মনে পড়ে কেউ কেউ অতি বিশ্বাস্য ভাবে ঐ গল্প ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তিনি-ই শেষের কবিতার অমিত

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.17

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

রায়ের অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংযোগের অনুসঙ্গেই মানানসই এ-কাহিনী কিছুটা বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনও করেছিল। তখনও কিন্তু ছবি ছাড়া তাঁকে চোখে দেখি নি। তবু সেই ষাটের দশকেই তিনি একটি মিথ।

কোলকাতা বিশবিদ্যালয়ে এসে তাঁকে দেখলাম। সৌম্য দর্শন, মিতভাষ, দীর্ঘ চেহারার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস, আভূমি স্পর্শী ধুতি ও পাঞ্জাবী সজ্জিত উন্নত মস্তক এক আত্মমগ্ন সুদূর অধ্যাপক, যিনি নির্দিষ্ট সময়ে চকখড়ি ডাস্টার নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন, কখনও আশুতোষ ভবনের ত্রিতলে, কখনও দ্বারভাঙ্গার ওয়েস্টার্ন গ্যালারীতে এবং ঘন্টা শেষ হওয়া মাত্র শেষ বাক্যটি সম্পূর্ণ করে চলে যেতেন। মাঝের একঘন্টা তাঁর পড়ানোর যাদু নিস্তব্ধ রাখতো অতি দুর্বিনীত, অমনোযোগী ছাত্রটিকেও। স্পষ্ট ঋজু উচ্চারণে পড়ানো শুরু করতেন এবং আশ্চর্য, সমস্ত বক্তৃতাটাই একই মাত্রা, একই লয়ে বাঁধা থাকতো। তথ্য উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে তন্নিষ্ঠ অধ্যাপকের স্বরক্ষেপনে কখনও লাগতো না বেপর্দা উত্তেজনার আঁচ, উচ্চারিত হতো না একটিও, একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত। কখনও শুনি নি কোনও অতিকথন। অধ্যাপনার বিষয় ও অধ্যাপক উভয়ের জোড়-বন্ধন এত নিখুঁত এবং নিশ্ছিদ্র ছিল যে ছাত্রদের কাছে তা সৃষ্টি করতো এক মুগ্ধতার বাতাবরণ। ইতিহাস বিভাগের আমার অনেক পূর্বসূরীকেই গর্বিত উচ্চারণে বলতে শুনেছি সুশোভন বাবুর কাছে পাঠ নেওয়াতেই তাঁরা মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হয়ে কম্যুনিষ্ট হয়েছেন। আবারও বলি, আমার দুর্ভাগ্য যে স্নাতক শ্রেনীতে তাঁর কাছে আমার পড়া হয় নি। জানিনা সেখানে ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস বা রেফর্মেশন অথবা ভারত ইতিহাসের অশোক, আকবর পড়াতে গিয়ে তিনি মার্ক্সবাদ পড়াতেন কী না। একথা বলছি এই কারণে যে, প্রত্যক্ষতঃ মার্ক্সবাদ পড়ানো যায় এমন কোনো পেপার ১৯৫৬ পর্যন্ত সিলেবাসের অঙ্গীভূত ছিল না। আমার অভিজ্ঞতায় অবান্তর বিষয়ে আলোচনা তাঁর স্বধর্ম বলে আমি কখনও দেখি নি। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে তাঁর কাছেই মার্ক্সবাদ আমাদের পড়তে হয়েছে। এরকম তথ্যনিষ্ঠ, মতান্ধতা বর্জিত, প্রাঞ্জল সরল ভাষায় মার্ক্সবাদ পড়ানোর দৃষ্টান্ত সত্যিই নজিরহীন। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ এখনো আমার কাছে তাঁর লেকচার-নোটে সংগৃহীত আছে। পরিপাটি যুক্তিতে বিন্যস্ত সেই পাঠ ছাত্রের কাছে সহজবোধ্য। তার মধ্যে পান্ডিত্যপূর্ণ কোন বাকবৈদগ্ধ নেই। আমার মনে হয়েছে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়েও কান্টের যুক্তিবাদে তাঁর কম বিশ্বাস ছিল না। সুশোভন বাবু এমন একজন স্থিতধী শিক্ষক যিনি যতখানি নিষ্ঠা নিয়ে মার্ক্স পড়ান, ঠিক ততখানি উৎসাহ ও নৈপুণ্য নিয়ে কান্টও পড়ান, আবার ভিকো আলোচনাতেও তাঁর আগ্রহ ও জ্ঞানান্বেষণে এতটুকু ভাঁটা পড়ে না। প্রকৃত শিক্ষকের মতো তিনি সব পক্ষেই সমান আলোকপাত করতেন, কোনো পক্ষ বা মতের জন্যে তাঁকে বিশেষ ভাবে সওয়াল করতে দেখি নি। আজকের তথাকথিত মার্ক্সবাদীদের মত একদেশ-দর্শিতা থেকে তিনি সম্পূর্ন মুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভিন্ন বিশ্লেষণভঙ্গী এমন অমূলক ধারণা তৈরি করেছিল যে, এর উৎস মার্ক্সবাদে প্রতীতি এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই সরলীকৃত ব্যাখ্যা নাগাল পায় নি তাঁর নিজস্ব স্টাইল এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর। আজ যখন দেখি অনেকেই তাঁর নাম করে যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন বিশ্লেষনকে ইতিহাস বলেন, মনগড়া বিষয়কে ব্যক্তিগত মতামতে জারিয়ে পরিবেশন করেন তখন সত্যিই বড় দুঃখ হয়।

সুশোভন বাবুর একঘন্টার ক্লাসের প্রায় বিশ মিনিট চলে যেত গত দিনের পাঠের পুনরাবৃত্তিতে, এতটাই ছাত্রমনস্ক ছিলেন তিনি। বোঝা বা লেখায় যাতে কোন ফাঁক থেকে না যায় তারই জন্য সযত্ন প্রয়াস। ছিল না ভাষার কারুকার্য্য, দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ অথবা পান্ডিত্যের স্মারক সরূপ জটিল বক্র বাক্যবিন্যাস।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.17

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলতেন, একটিও অতিরিক্ত শব্দ বা বিশেষণ ব্যয় না করে শোনাতেন এক অতি সাবলীল ও সুষম ভাষণ । নিতান্ত সাধারন ছাত্রের জন্যেও যে তাঁর একই রকম মনোযোগ ছিল তা বুঝতাম তাঁর উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে। যেন শেখাতেন কত যত্ন করে ইতিহাসকে বুঝতে হয় বিশ্লেষণ করতে হয়, তার চর্চ্চায় নিবেদিত হতে হয়। যে কোনো কালের, যে কোনো দেশের, যে কোনো ভাবনার ইতিহাসকে জানতে হলে কত গভীরে, মূলে, আদিতে চলে যেতে হয়, শুধু তাৎক্ষনিক আলোচনায় যা অধরা থাকে। একই বক্তব্য তিনি চার রকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন যাতে বুঝতে সুবিধে হয়। আবার কত বিচিত্র বিভিন্ন ভঙ্গীতে তার প্রকাশ সম্ভব তা-ও দেখাতেন। ক্লাসে কোনো রেফারেন্স দিতেন না। ধরেই নিতেন ছাত্র, লাইব্রেরী ঘেঁটে, স্বাধীন প্রচেষ্টায় রেফারেন্স খুঁজে নেবে। ঝড়, বৃষ্টি বাদলাতেও তাঁর নিয়মিত ক্লাসের কোনো ছেদ ঘটতো না। আমরাও সব বাধা অতিক্রম করে যে ভাবে হোক উপস্থিত হতাম তাঁর ক্লাস করার জন্য। অধ্যাপনাকে perfection-এর সর্বোচ্চ শিখরে তুলে দিতে পেরেছিলেন তিনি।

সবচেয়ে অবাক লাগতো এক ঘন্টার সীমিত সময়ের মধ্যেই ধীরে সুস্থে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করতেন। কোনও দিন পরের ঘন্টায় পাঁচ মিনিটও টেনে নিয়ে যেতেন না, আবার অধীতব্য বিষয়টি হঠাৎ করে মাঝপথে থেমে যেত তা-ও নয়। যেন সময়ের সব অঙ্কটাই তাঁর আয়ত্ত্বাধীন, সুসম্পূর্ণ, সময়ানুগ, পরিমিতিবোধের এক সাবলীল স্বচ্ছন্দ প্যাটার্ন, যার জন্যে কোনো সচেতন প্রয়াস নেই, নেই অহেতুক তাড়াহুড়ো, সবটাই তাঁর পরিশীলিত অভ্যাসের অনুক্রম।

এই পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আমার মত অনেকের কাছেই ছিলেন দূরের মানুষ। তাঁর আত্মমগ্নতা, তাঁর দূর মনস্কতা, চলনে বলনে অননুকরণীয় আভিজাত্যের গাম্ভীর্য্য এই দূরত্ব বোধকে অনতিক্রম্য ও অলঙ্ঘ্য করে তুলেছিল। কখনও সাহস হয় নি কাছে এগিয়ে যাওয়ার, সবসময়ই দ্বিধাসঙ্কটে পীড়িত হয়েছি। যেন তাঁকে শুধুই দূর থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা যায় কিন্তু নিকটবর্তী হওয়া যায় না। পরে জেনেছি অনেক সহপাঠী পরিচিত জন তাঁর বাড়িতে তাঁকে ঘরোয়া পরিবেশ ও আলোচনায় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। কিন্তু আমার কাছে তাঁর স্মরণ প্রাতিষ্ঠানিক সীমারেখার মধ্যেই বন্দী। বরং খুব কাছের মনে হয় তাঁর গভীর মন্দ্র কণ্ঠস্বরকে যা এখনও শ্রুতিতে ধরা আছে, খুব কাছের মনে হয় তাঁর বক্তৃতার ধরণকে যা একেবারেই স্বতন্ত্র ঘরানার দাবিদার।

সুশোভন বাবু শুধু নির্মোহ ইতিহাস চর্চ্চার শিক্ষা দেন নি, একজন শিক্ষক সততা, আন্তরিকতা, ধীমত্তা দিয়ে কতখানি মাথা-উচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই অহংকার, আত্মাভিমানকেও নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছন।

এই লেখা প্রায় চব্বিশ বছর আগের। তখনও আমি কর্মক্ষেত্রে যুক্ত। জীবনের উপান্তে অশতিপর বয়সে পৌঁছে তার উপসংহার লিখতে বসবো তা ভাবনায় ছিলো না। এতদিন পরেও দেখি চারপাশের ঘোর তমিস্রার মালিন্য এই ঋজু ব্যক্তিত্বের বিদগ্ধ মানুষটিকে স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি তাঁর স্বমহিমায় দীপ্যমান। চলে যেতে যেতে আমি থেমে আছি স্মৃতির সরণিতে। তিনি চলে গিয়েও রেখে গিয়েছেন বিগত দিনের গৌরব। যেন আজও কলেজস্ট্রীট ধরে হেঁটে তিনি পৌঁছোন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এর চারতলায় ওয়েস্টার্ণ গ্যালারীর পাঠ কক্ষে। নির্মোহ পদচারণায় তিনি অক্লেশে বয়ে চলেন অমিত জ্ঞানভান্ডার,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.17

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

অনুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষনের গুরুভার। নেই ডিগ্রী, পাবলিকেশনের উচ্চরব মহড়া। তবু সব আলো কেন তাঁরই মুখের ওপর? নিতান্ত অমনোযোগী তরল মতি শিক্ষার্থী তাঁকে দেখা মাত্র নতমস্তক? যদিও মনে হয় না কারোকেই তিনি চেনেন সে ভাবে। আত্মস্থিত জ্ঞানচর্চার অলঙ্কারে ভূষিত সেই প্রবাদপ্রতিম স্বনামধন্য শিক্ষক, আমাদের মাষ্টারমশাই, সুশোভন চন্দ্র সরকার।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.17